



75394 - রজব মাসে রোজা রাখা

প্রশ্ন

রজব মাসে রোজা রাখার বশিষে কোন ফজলিতরে কথা বর্ণিত আছে কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রজব মাস হারাম মাসসমূহের একটি। যে হারাম মাসসমূহের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন:....[সূরা তাওবা, আয়াত: ৩৬] হারাম মাসগুলো হচ্ছে- রজব, যুলক্বদ, যুলহজ্জ ও মুহররম মাস।

বুখারি (৪৬৬২) ও মুসলিমি (১৬৭৯) আবু বকরা (রাঃ) থেকে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “বছর হচ্ছে- বার মাস। এর মধ্যে চার মাস- হারাম (নষিদিহ)। চারটির মধ্যে তিনটি ধারাবাহিক: যুলক্বদ, যুলহজ্জ, মুহররম ও (মুদার গোট্ররে) রজব মাস; যে মাসটি জুমাদাল আখরো ও শাবান মাস এর মধ্যবর্তী।”

এ মাসগুলোকে ‘হারাম’ আখ্যায়িত করা হয় দুইটি কারণে:

১. এ মাসগুলোতে যুদ্ধ হারাম হওয়ার কারণে। তবে শত্রু যদি প্রথমতে যুদ্ধের সূত্রপাত করে সটো ভিন্ ব্যাপার।

২. এ মাসগুলোতে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া অন্য মাসে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে বেশি গুনাহ।

তাই আল্লাহ তাআলা এ মাসগুলোতে গুনাতে লিপ্ত হওয়া নষিদিহ করছেন। তিনি বলেন: “এগুলোতে তোমরা নজিদেরে উপর জুলুম করো না”[সূরা তাওবা, আয়াত: ৩৬] যদিও এ মাসগুলোতে পাপে লিপ্ত হওয়া যমেন নষিদিহ তমেনি অন্য যে কোন মাসে পাপে লিপ্ত হওয়া নষিদিহ; তদুপর এ মাসগুলোতে পাপে লিপ্ত হওয়া অধিক গুনাহ।

শাইখ সা'দী (রহঃ) (পৃষ্ঠা-৩৭৩) বলেন:

“এগুলোতে তোমরা নজিদেরে উপর জুলুম করো না” এখানে সর্বনামেরে একটা নরিদশেনা হতে পারে- বার মাস। আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করছেন যে, তিনি এ মাসগুলো মানুষেরে হিসাব রাখার সুবিধার্থে সৃষ্টি করছেন। এ মাসগুলোতে তাঁর ইবাদত



করা হবো। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবো এবং মানুষের কল্যাণের মাধ্যমে অতিবাহতি করা হবো। অতএব, এ মাসগুলোতে স্বীয় আত্মার উপর জুলুম করা থেকে সাবধান হোন।

আরকেটি সম্ভাবনা রয়েছে এখানে সর্বনামটি চারটি হারাম মাসকে নরিদশে করছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে- এ মাসগুলোতে জুলুম করা থেকে বরিত থাকার বিশেষে নষিধোজ্ঞা জারী করা। যদিও যো কোন সময় জুলুম করা নষিদিধ। কনিতু এ মাসগুলোতে জুলুমের গুনাহ বশোঁ মারাত্মক। সমাপ্ত

দুই:

কনিতু রজব মাসে রোজা রাখা বা রজব মাসে কিছু অংশে রোজা রাখার ব্যাপারে কোন সহহি হাদিস বর্ণতি হয়নি। কিছু কিছু মানুষ রজব মাসে বিশেষে ফজলিত রয়েছে মনে করে এ মাসে বিশেষে কিছু দিনে যো রোজা রাখো এ ধরণে বিশ্বাসে কোন ভতিত নহে।

তবে হারাম মাসসমূহে (রজব একটি হারাম মাস) রোজা রাখা মুস্তাহাব মরম্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণতি আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “হারাম মাসগুলোতে রোজা রাখ; এবং রোজা ভঙ্গও কর”[আবু দাউদ, হাদিস নং- ২৪২৮, আলবানী হাদিসটিকে যযীফ বা দুর্বল বলছেন]

এ হাদিসটি যদি সাব্যস্ত হয় তাহলে হারাম মাসে রোজা রাখা মুস্তাহাব প্রমাণ হবো। অতএব, যো ব্যক্তি এ হাদিসে ভতিততিে রজব মাসে রোজা রাখো এবং অন্য হারাম মাসেও রোজা রাখো এতে কোন অসুবিধা নহে। তবে রজব মাসকে বিশেষে মর্যাদা দিয়ে রোজা রাখা যাবে না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) মাজমুউল ফাতাওয়া (২৫/২৯০) গ্রন্থে বলেন:

পক্ষান্তরে রজব মাসে রোজা রাখা সংক্রান্ত সবগুলো হাদিস দুর্বল; বরং মাওযু (বানোয়াট)। আলমেগণ এর কোনটির উপর নরিভর করেন না। ফজলিতরে ক্ষেত্রে যো মানরে দুর্বল হাদিস বর্ণনা করা যায় এটি সে মানরে নয়। বরং এ সংক্রান্ত সবগুলো হাদিস মাওজু (বানোয়াট) ও মথিয়া।

মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণতি হয়েছে যো, তিনি হারাম মাসসমূহে রোজা রাখার নরিদশে দিয়েছেন। হারাম মাসগুলো হচ্ছে- রজব, যুলক্বদ, যুলহজ্জ, মুহাররম। এটি চারটি মাসে ব্যাপারহে এসছে। বিশেষভাবে রজব মাসে ব্যাপারে নয়। সংক্ষেপতি ও সমাপ্ত

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলেন:

“রজব মাসে রোজা রাখা ও নফল নামায পড়ার ব্যাপারে যো কয়টি হাদিস বর্ণতি হয়েছে সব কটি মথিয়া”[আল মানার আল-



মুনফি, পৃষ্ঠা- ৯৬]

ইবনে হাজার (রহঃ) ‘তাবয়নুল আজাব’ (পৃষ্ঠা- ১১) বলেন:

রজব মাসরে ফজলিত, এ মাসে রোজা রাখা বা এ মাসরে বশিষে বশিষে দিনে রোজা রাখার ব্যাপারে সুন্নিদৃষ্টি কোনে কিছু বর্ণিত হয়নি। অথবা এ মাসরে বশিষে কোনে রাত্ৰিতে নামায পড়ার ব্যাপারে সহহি কোনে হাদিসি নহে। সমাপ্ত

শাইখ সাইয়্যদে সাবকে (রহঃ) “ফকিহুস সুন্নাহ’ গ্রন্থে (১/৩৮৩) বলেন:

অন্য মাসগুলোর উপর রজব মাসরে বশিষে কোনে ফজলিত নহে। তবে এটি হারাম মাসসমূহের একটি। এ মাসে রোজা রাখার বশিষে কোনে ফজলিত কোনে সহহি হাদিসি বর্ণিত হয়নি। এ বশিষে য়ে ক’টি বর্ণনা রয়েছে এর কোনেটি দলিল হিসেবে গ্রহণ করার উপযুক্ত নয়। সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীনকে ২৭ শে রজব সিয়াম ও কিয়াম পালনরে ব্যাপারে জিজ্ঞেসে করা হলে জবাবে তিনি বলেন: “সবশিষে মর্যাদা দিয়ে ২৭ শে রজব সিয়াম ও কিয়াম পালন- বদিআত। আর প্রত্যেকেটি বদিআতই ভ্রান্তি।” সমাপ্ত [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ উছাইমীন, (২০/৪৪০)]